ইত্তেফাক

তারিখ ... 6.2.84 ...
পৃষ্ঠা ... 2 কলাম 1 ...

C02

স্বেচ্ছায় রক্তদান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হলের ৮০ জন ছাত্রী সম্প্রতি বাংলাদেশ রেডক্রস সোসাইটির ব্লাডব্যাঙ্কে রক্তদান করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের এই রক্তদান নিঃসন্দেহে একটি প্রশংসনীয় দৃষ্টান্ত। রক্তের অভাবে হাসপাতালে চিকিৎসা ব্যাহত হওয়ার সংবাদ প্রায়শঃই পাওয়া যায়। বাহিরের লোকদের নিকট হইতে যে রক্ত ক্রয় করা হয়, তাহার পরিমাণও এত অল্প যে, হাসপাতালের ক্রমবর্ধমান চাহিদা এর দ্বারা পূরণ সম্ভব হয় না। মূলতঃ এই পরিস্থিতিতেই রেডক্রস স্বেচ্ছামূলক রক্ত সংগ্রহে অগ্রসর হইয়াছে এবং আশার কথা, ছাত্র-ছাত্রীসহ সমাজের সর্বস্তরের লোকদের নিকট হইতে এ ব্যাপারে সহযোগিতাও পাইতেছে।

দেশের হাসপাতালগুলিতে চিকিৎসাধীন রোগীদের শতকরা ৯০ ভাগ হইতেছে দরিদ্র। চিকিৎসার কোন ব্যয় বহন করার ক্ষমতা তাহাদের নাই। তাহা বহন করিতে হয় হাসপাতালকে। সুতরাং প্রয়োজনে রক্ত ক্রয়ের অর্থও যে তাহাদের থাকার কথা নয় তাহা বলাই বাহুল্য। অন্যদিকে এই দরিদ্র দেশের হাসপাতালেরও এমন কোন তহবিল নাই যে, যত রক্তেরই প্রয়োজন হউক রক্ত-বিক্রেতা পাওয়া গেলেই তাহা ক্রয় করা সম্ভব হইবে। বস্তুতঃ এ কারণেই এ দেশের হাসপাতালের রক্ত-চাহিদা পূরণ করিতে হইলে তাহা আসিতে হইবে স্বেচ্ছামূলকভাবে যাহারা রক্তদান করিবে তাহাদের নিকট হইতে। লক্ষণীয়, স্বেচ্ছামূলকভাবে রক্তদান করিবে এরূপ লোকের সংখ্যা এদেশে খুবই কম। এর জন্য অনেক কারণ দায়ী বটে। তবে যে কারণটি সবচাইতে মুখ্য তাহা হইতেছে নাগরিকদের রক্তদান সম্পর্কে অজ্ঞতা। তাঁহারা জানেন না যে, রক্তদান করার কিছু পরেই পুনর্গঠিত হইয়া আবার পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া আসে। পরিবর্তে জানেন, রক্ত দেওয়া হইলে শরীর রক্ত-শূন্য হইয়া পড়িবে আর এই ধারণার জন্য এতদিন পারতপক্ষে ব্লাডব্যাঙ্কে রক্ত দান হইতে অনেকেই বিরত রহিয়াছেন। রেডক্রস সোসাইটির প্রশংসা করিতে হয়, তাঁহাদের প্রচারণা ও আপন চেষ্টার ফলে অন্ততঃ শিক্ষিত লোকদের সে ভ্রান্ত ধারণা তিরোহিত হইয়াছে।

তবে সাধারণ নাগরিকদের রক্ত সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা শুধু রেডক্রসের দ্বারা দূর করা সম্ভব নয়। এর জন্য সমাজের শিক্ষিত সকলকে মুখ্য ভূমিকা পালন করিতে হইবে। তাঁহাদের যেমন স্বেচ্ছায় হাসপাতালের ব্লাডব্যাঙ্কে রক্তদান করিতে হইবে ঠিক তেমনি সমাজের অন্যান্য স্বাস্থ্যবানকে বছরে অন্ততঃ একবার রক্তদানে উৎসাহিত করিতে হইবে। এ ব্যাপারে অবশ্য রেডক্রস ছাড়াও কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান অগ্রণী ভূমিকা পালন করিতেছে। এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা যত বেশী হইবে আমাদের বিশ্বাস, জনমনে রক্তদান সম্পর্কে যে ভ্রান্ত ধারণা রহিয়াছে তাহা দ্রুত দূর হইবে এবং হাসপাতালে রক্ত সংকটও আর পূর্বের মত বিরাজ করিবে না। সন্ধানী ও অন্যান্য রক্ত সংগ্রহকারী প্রতিষ্ঠানকে যদি প্রাতিষ্ঠানিকভাবে উৎসাহিত করা যাইতে পারে তাহা হইলে স্বেচ্ছামূলক রক্ত সংগ্রহের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আমাদের মনে হয়।